সংবাদ ২৬

তারিখ 0 8 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস

হিসাববিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ফাঁসের মধ্য দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরটি বাইরে আসল। হিসাববিজ্ঞানের প্রথমপত্র নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। গত বুধবার অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় দ্বিতীয়পত্রের ফাঁস প্রায় সন্দেহাতীত বলে প্রমাণিত হয়। তৃতীয়পত্রের ব্যাপারটা এখনও অভিযোগের পর্যায়ে। কোন কোন মহল থেকে নাকি বলা হচ্ছে, এ পর্যন্ত ৬টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এসব অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত বুধবার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনার তদন্ত করার জন্য ৪ সদস্যের এক কমিটি গঠন করেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে। কমিটি দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করবে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্যও সুপারিশ করবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের ডিগ্রি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছেন। অতএব পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ হলেও নবীগুতময়।

গত নভেম্বর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আগামী ৪ঠা জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শাখায় ২৩টি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষায় ২ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন। এদের মধ্যে দেশের ৬৮২টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও আছেন। ৬টি সাব-সেন্টারসহ ৬৭৭টি সেন্টারে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আয়োজনটা বিরাট সন্দেহ নেই। এই পরীক্ষার ঐতিহ্য হলো পাসের হার অত্যন্ত কম এবং নকলের ছড়াছড়ি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঐতিহ্যও কি সৃষ্টি হতে চলেছে? এ ব্যাপারে কমিটির সুপারিশের অপেক্ষায় আমরা রইলাম।

পরীক্ষার্থীদের নানা ধরনের আবদার মেটাতে যেয়ে প্রায় দু'মাস ধরে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর কোন দেশে এ ধরনের নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই। পরীক্ষা যখন চলছে তখন কমিটি তদন্তকার্য পরিচালনা করবে। সব পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তাদের রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করতে হবে। আমরা আশা করব, ইতিমধ্যে আর কোন প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না। যে সব পরীক্ষার্থীর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তারা চরম এক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে। নতুন করে কেউ যেন অনিশ্চয়তার মধ্যে না পড়ে তার দিকে কড়া নজর রাখা দরকার।

দেশের অধিকাংশ 'ডিগ্রি কলেজে' শিক্ষা ও শিক্ষাদানের পরিবেশ হতাশাব্যঞ্জক। এদের মধ্যে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোও পড়ে। এসব কলেজে প্রতিবছর প্রায় দু'মাস ধরে পরীক্ষা চললে এবং কলেজের শিক্ষকরা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শিক্ষাদানের আরো অবনতি হয়। তার প্রতিফলন নকল, অসদুপায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস। কারো অন্যায় আবদারের প্রতি নজর না দিয়ে ভবিষ্যতে ডিগ্রি পরীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করা যায় কি না, বিবেচনা করে দেখা উচিত।

পরীক্ষায় নকলের ঐতিহ্য আমাদের দেশের ডিগ্রির ওপর আস্থা কমিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস আরেক দফা কমাচ্ছে। একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস অন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষার ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করছে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। কলেজগুলোর ওপর খবরদারি করা এবং পরীক্ষার আয়োজন করাই তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ।